দৈনিক বাংলা

তারিখ ...3.5.83...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6 ...

020

কারিগরি শিক্ষা পরামর্শ কমিটি হবে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মাজেদ খান বলেছেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালু করায় বছরে অতিরিক্ত ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাসস জানায়, মন্ত্রী সোমবার ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন।

স্বাধীনতার পর থেকে নির্ধারিত শিক্ষাবর্ষ থেকে পিছিয়ে পড়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণের উদ্দেশ্যে ২০শে এপ্রিল পলিটেকনিক ইন- স্টিটিউটগুলোতে দ্বি [illegible]

(শেষ পৃঃ ৫-এর [illegible])

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

চালু করা হয়েছে।

ডঃ খান বলেন, জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য কারিগরী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও সংশ্লিষ্ট করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা কাজের অভিজ্ঞতা ও উপার্জনের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাবলী সমাধান এবং সেগুলোর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শীগগীরই জাতীয় পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষা পরামর্শ কমিটি গঠন করা হবে।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক তৎপরতা প্রসঙ্গে ডঃ খান বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেয়া সুযোগ ও সম্পদ অপচয় ও অপব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের প্রতি নিজ নিজ শিক্ষাঙ্গনে পবিত্রতা ও শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।

তবে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক মতামত থাকতে পারে এবং শিক্ষাঙ্গনের বাইরে তারা তা প্রকাশ করতে পারেন। তিনি বলেন শিক্ষার উদ্দেশেই শিক্ষাঙ্গন—রাজনীতির জন্যে নয়।

ডঃ খান বলেন, ছাত্রছাত্রীরা যে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে সেটা তাদের নিজেদের ভুলে নয়। তিনি শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের সমস্যাবলী নিজেদের সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, সমাজে তাদের ঠাঁই নেই, চাকরির সম্ভাবনা নেই এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই। ভবিষ্যত বংশধরদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে শিক্ষকরা নিজেদের সমস্যাবলী সমাধানে সক্ষম হবেন কিনা সে ব্যাপারে তিনি প্রশ্ন রাখেন।

ডঃ খান দুঃখ প্রকাশ করে বলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও শিক্ষাবর্ষের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ছাত্র সমাজের জন্যে এটা দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বলেন পূর্ণ হতাশার মুখোমুখি বিপুল তরুণ সমাজের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দ্বিতীয় শিফট কি চালু করতে পারে?